বাংলাদেশ ২০২০ : যে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি

খালেদা জিয়া

শেখ হাসিনা

ড: ফখরুদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

জেনারেল মইন উ আহমেদ

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে -
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় -
কে তুমি?
পেল না উত্তর ।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৭ জুলাই, ১৯৪১)

বাংলাদেশ ২০২০ নিয়ে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম এমন কিছু মানুষের কাছে যারা বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তার দায়িত্ব পালন করেছেন অতীতে বা করতে পারেন ভবিষ্যতে। উত্তর, এমনকি আংশিক উত্তরও, আমরা যোগাড় করতে পারিনি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও। এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিয়েই আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি আমাদের প্রশ্নগুলো। আমরা আশায় রইলাম অন্য কোন সাংবাদিক এসকল প্রশ্নের উত্তর বাংলাদেশের জনগণের কাছে একদিন পৌঁছে দেবেন। আমাদের বিশ্বাস বারেবারে এসকল প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে পারব।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশ নিয়ে আপনার একান্তই নিজস্ব স্বপ্ন বা ভিশন কি? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্হা ও শিক্ষা - এসকল ক্ষেত্রে কি কি বড় পরিবর্তন আসুক সেটা আপনি চান?

প্রশ্ন: আপনার কাংখিত এসকল পরিবর্তন আনতে হলে বাংলাদেশের আগামী ১০-১৫ বছর কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশ ভিশন নিয়ে আপনার বা দলের কোন প্রকাশনা বা লিখিত চিন্তাভাবনা আছে কি? থাকলে সেটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

প্রশ্ন: ২০২০ সালে আপনি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে কী কী গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বিএনপি (বা আওয়ামী লীগ) এখনকার দল থেকে কেমন উন্নত হবে? দলের নেতা নির্বাচন পদ্ধতি ও দলীয় মনোনয়ন দেয়ার পদ্ধতিতে কি কি পরিবর্তন আসবে বলে আপনার বিশ্বাস।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশে জিয়া ও মুজিব পরিবারের প্রভাব ও ভূমিকা কতটা থাকবে বলে আপনার মনে হয়?

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশের আদর্শ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

প্রশ্ন: ২০২০ সালের নাগরিক শক্তি রাজনৈতিক দল হিসেবে কেমন হবে? আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে আপনার দলের প্রধান পার্থক্যটা কেমন হবে?

প্রশ্ন: নাগরিক শক্তির নেতা নির্বাচন পদ্ধতি ও দলীয় মনোনয়ন দেয়ার পদ্ধতি কেমন হবে?

(নাগরিক শক্তি সম্পর্কে প্রশ্নগুলো যে কোন নতুন দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা কি হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

সরাসরি উত্তর না পেয়ে এসকল প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজেছি দলের ওয়েবসাইটে ও বইপত্রে। এদের মধ্যে একমাত্র প্রফেসর ইউনূস বাংলাদেশ নিয়ে তার স্বপ্নকে বক্তৃতা ও লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তার লিখা এ সংক্রান্ত একটি উলে-খযোগ্য বইএর নাম "বাংলাদেশ ২০১০"। দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার স্বপ্ন বা ভিশন নিয়ে কোন লিখা আমরা খুঁজে পাইনি। তাদের বক্তৃতায় বিবৃতিতে ক্ষমতায় গেলে বা থাকলে তারা কি করবেন সেরকম রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি আছে বই কি, কিন্তু দেশকে নিয়ে তাদের একান্ত নিজস্ব স্বপ্নের সন্ধান আমরা পাইনি। আশা করি তারা ভবিষ্যতে সেগুলো প্রকাশ করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দিন তার উজ্জীবনী ও স্বপ্নচারী বক্তৃতার মাধ্যমে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের ইতিহাসে। তার স্বপ্নের কথা তিনি বলেছেন কবির ভাষায় - "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির" ও "এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে/ ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"।

জেনারেল মইন রাজনীতির লোক নন, তবু সুন্দর একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে তার সাম্প্রতিক সক্রিয় ভূমিকা বাংলাদেশকে নিয়ে তার নিজস্ব স্বপ্নেরই পরিচয় দেয়। ❐

বাংলাদেশ ২০২০: দুই মহাসচিবের চোখে

প্রশ্ন: কেমন হবে ২০২০ সালের বাংলাদেশ? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্হা ও শিক্ষা - এসকল ক্ষেত্রে কি কি বড় পরিবর্তন হতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস?

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল - সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আমার বিশ্বাস ২০২০ সালের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, যেখানে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হানাহানি দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবে না। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় হবে। আমি রাজনীতি করি জনগণের কল্যাণের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই আমার রাজনীতি সফল হবে, সার্থক হবে।

আমার রাজনীতির আদর্শ বঙ্গবন্ধু। আমার নেতা বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন – আমরা সে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমার সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া - মহাসচিব, বিএনপি

আমি চাই সুখী সমৃদ্ধশালী স্বনির্ভর বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি মডেল। স্বাধীনতার প্রায় ৩ যুগ হলেও আজো বাংলাদেশের কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। স্বাধীনতার সুফল এখনো প্রতিটি জনগণ পায়নি। ২০২০ সালের মধ্যে জনগণ সে সুফল পাক সে কামনা করি। আমি রাজনীতি করি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে। সে কল্যাণের জন্য এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক মুক্তি অত্যন্ত জরুরী। সেই মুক্তি পেলেই জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল পাবে। আর একজন রাজনীতিক হিসেবে আমি জনগণের স্বপ্নের স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। আজীবন তা অব্যাহত থাকবে। আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ পাবো। যেখানে সকলে মাথা তুলে দাঁড়াবে আপন যোগ্যতায়। ❐

(মন্তব্যগুলো গৃহীত হয়েছে মে ২০০৭ এর প্রথমার্ধে)

বাংলাদেশ ২০২০: দুর্নীতি দমন কমিশনারের চোখে

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশে দুর্নীতির অবস্হান কোথায় যাক এনিয়ে আপনার নিজস্ব স্বপ্ন বা ভিশন কি?

উত্তর: এ বিষয়ে আমার স্বপ্ন বা ভিশন নিম্নরূপ:

ক। আদর্শবাদী স্বপ্ন/ভিশন (Idealistic Vision): বাংলাদেশে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করবে।

খ। বাস্তবসম্মত স্বপ্ন/ভিশন (Pragmatic Vision): বাংলাদেশে দুর্নীতিকে একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে যার ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনে দুর্ভোগমুক্ত হবে।

প্রশ্ন: আপনার স্বপ্নপূরণ কি সম্ভব? আপনার কাংখিত এ সকল পরিবর্তন আনতে হলে বাংলাদেশের আগামী ১০-১৫ বছর কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: আদর্শবাদী স্বপ্নপূরণ অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত দূরূহ হবে। তবে বাস্তবসম্মত স্বপ্নপূরণ নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভব:

ক। দুর্নীতিগ্রস্থ/দুর্নীতিতে লিপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

খ। দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযানকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ও সফল করা।

গ। দুর্নীতি দমন কমিশনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।

শুভকামনায় আপনার একান্ত

লেঃ জেনাঃ হাসান মশহুদ চৌধুরী (অবঃ)

চেয়ারম্যান , দুর্নীতি দমন কমিশন, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ❐

(সাক্ষাৎকার সংগ্রহে: জিয়া ইসলাম)

"All men dream: but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible."

T. E. Lawrence ❐

বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন ও অন্যান্য লেখালেখি

বাংলাদেশ ২০১০:

"২০১০ সালের মধ্যে আমাদের মাথাপিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ (৫৬০ ডলার) করা এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশে কমিয়ে আনা খুবই ন্যায্য এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা। এ নিয়ে বিতর্ক করার খুব একটা সুযোগ নেই। ....২০১০ সালের জন্য নির্ধারিত আমাদের এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার পথে সবচাইতে কঠিন বাধা কী হবে - এই প্রশ্নের জবাবে দেশের প্রায় সকল মানুষ-ই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দেবেন সেটা হলো আমাদের বর্তমান সংঘাতমুখর রাজনীতি এবং বিধ্বস্তোন্মুখ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। .....২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটা বিরাট পরিবর্তন সম্ভব। ...আমরা এগুবো তো অবশ্যই। ...কিন্তু আর টুকটুক করে ধুঁকে ধুঁকে এগুতে চাই না। ...আনন্দ নিয়ে এগুতে চাই। উৎসব করে এগুতে চাই। দুনিয়াকে জানান দিয়ে এগুতে চাই।" ***মুহাম্মদ ইউনুস,*** ১৯৯৯।

যেখানে আমাদের আশা:

"দেশে কিছু ভালো কাজ হয়েছে। স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী থেকে যে বাধা আশা করা হয়েছিল, তা আসে নি। ...ক্ষুদ্র যদি সুন্দর হয়, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্হানে বাংলাদেশের অর্জন উলে-খযোগ্য। ....প্রথম দৃষ্টিতে বাংলাদেশ অন্ধকারময় মনে হতে পারে। চোখ ঠাওর করলে মনে হয় আঁধার কাটছে, আঁধার জমছে না। সেখানেই আমাদের আশা।"
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা

আমার স্বপ্ন:

"স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নকে অবিশ্বাস করা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেও সম্ভব নয়। জেগে থাকা অবস্হায় তারা সম্ভব সত্যকেও অবিশ্বাস করতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বপ্নাবস্হায় অসংশয়ে গ্রহণ করেন। এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা বলে স্বাপ্নিককে যতই ব্যঙ্গ করি না কেন, মানুষের জীবনে স্বপ্নের গুরুত্ব আছে।"
- ***মতিউর রহমান,*** সম্পাদক, প্রথম আলো

সংগঠন ও বাঙালি:

"একটি জাতি অসংখ্য ছোট বড় সংগঠনের যোগফলের নাম। এই সংগঠনগুলো সংখ্যায় যত বেশি হবে এবং শক্তিতে যত অপরাজেয় হবে ঐ জাতিও হবে তত অপ্রতিরোধ্য। .. আমাদের এই সংগঠনের জগৎটা খুবই দুর্বল। এটাই জাতি হিসেবে আমাদের দুর্বলতার মূল কারণ। জাতিগতভাবে সমর্থ হয়ে উঠতে হলে এই দুর্বলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।" - ***আবদুল-াহ আবু সায়ীদ,*** বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র

Why Goldman Sachs maybe right about Bangladesh?

"Two recent lists show just how wide the gap is between Bangladesh's promise and its performance. In October, the Berlin-based research organization Transparency International declared Bangladesh to be the most corrupt nation, along with Chad. Then last month Goldman Sachs Group included it in a list of 11 developing countries that, according to its analysts, have the greatest potential to emulate the long-term economic success expected from China, India, Brazil and Russia. That vote of confidence came as a surprise. ….. Bangladesh needs to cut red tape and open up to foreign trade and investment so that more and better-paying jobs lead to a bigger middle class and stronger public institutions. Only then will the nexus of corruption, poverty, terrorism and general lawlessness be broken. With sensible policies, the gap between Bangladesh's promise and performance can narrow, if not disappear. If Bangladesh receives its demographic dividend in full, Goldman Sachs may be proved right in its prediction." Source: ***Andy Mukherjee,*** Bloomberg News, Tuesday, January 24, 2006

গণতন্ত্রে উত্তরণ গণতন্ত্র বিনির্মাণ:

"যুগ যুগ ধরে একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছি অথচ বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পালনক্ষণেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে দিনযাপন করছে, জাতির জন্য এটা মোটেই গৌরবের নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় বাংলাদেশের দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সময় এসেছে।" ***বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ,*** প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ১৯৯৭। ❐

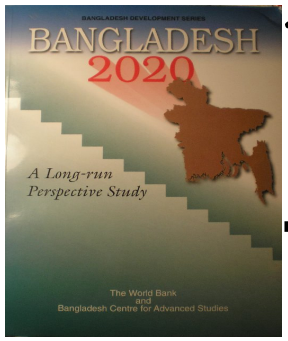

বাংলাদেশ ২০২০ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নানান ভাবনা ও অসম্পূর্নতা

সদাকত জুনায়েদ

বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধান নিয়ে এযাবৎ বহু রিপোর্ট, বই, কলাম লিখা হয়েছে এবং হচ্ছে। গবেষণাধর্মী এবং নীতিনির্ধারণী লিখার প্রধানতম কিছু উৎস হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আই. এম. এফ ও জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়াও আছে সি. পি. ডি ও বি. আই. ডি. এস এর মতো দেশীয় গবেষণা সংস্থা। কিন্তু এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত দলিলপত্রের আলোচনা নয়। আমরা আলোচনার জন্য বিশেষ দুটি রিপোর্ট বেছে নিয়েছি যেগুলি মূলত: ২০২০/২০২১ সালের বাংলাদেশ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিরূপ চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরে।

১৯৯৮ সালে Bangladesh 2020: A Long Run Perspective Study নামে একটি রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত হয়। একশত বারো পৃষ্ঠার রিপোর্টের শুরুতেই বলা হয়েছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ২০২০ সাল নাগাদ কি কি বাস্তবিকভাবে অর্জন করতে চায় তার একটি "দৃশ্যকল্প" বা "ভিশন" প্রবর্তন করা। বাংলাদেশের ২০২০ সালের ভিশন তাদের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "২০২০ সাল বা তারও আগে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) পরিপূরণ হবে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সকলের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু, এই সবই অর্জিত হতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে।"

দ্বিতীয় রিপোর্টটি অপেক্ষাকৃত নতুন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (CPD) থেকে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম, "Bangladesh: Vision for 2021"। মাত্র এ বছরের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার রিপোর্টটি সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গনের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত নাগরিক কমিটির তত্ত্বাবধানে। নাগরিক কমিটি প্রণীত রিপোর্টের একটি আগ্রহ উদ্দীপক দিক হচ্ছে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে পনেরটি অঞ্চল ভিত্তিক নাগরিক সংলাপ এবং পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে। তাই আশা করা যায় এই রিপোর্টে ২০২০ সালের যে বাংলাদেশকে কল্পনা করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করবে না; বরং এটি ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে। এই রিপোর্টের ভাষায় ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে এমন যেখানে "জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র, সৎ ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা, একটি শক্তিশালী ব্যক্তিখাত এবং দক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত জনশক্তির উপর ভিত্তি করে এমন একটি অর্থনৈতিক আবহের সৃষ্টি করার যা বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ

এক নজরে অর্থনৈতিক অবস্থা	
মাথাপিছু জিডিপি	৪০৬ মার্কিন ডলার
জিডিপিতে কৃষিখাতের অংশ	২১% (২০০৪ সাল)
জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ	২৭%(২০০৪ সাল)
জিডিপিতে সেবাখাতের অংশ	৫২% (২০০৪ সাল)
কৃষিখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার	২.৪% (২০০০-২০০৪ গড়)
শিল্পখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার	৭.১% (২০০০-২০০৪ গড়)
সেবাখাতের গড় প্রবৃদ্ধির হার	৫.৫% (২০০০-২০০৪ গড়)
সার্বিক জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার	৫.২% (২০০০-২০০৪ গড়)

World Development Indicators 2006 (World Bank)
Human Development Report 2006 (UNDP)

বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করবে।" পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার আশা করা হয়েছে যেখানে সবাই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সমান সুযোগ পাবে এবং দেশে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে মানুষ তাদের জাতীয় গৌরবের বিষয় হিসেবে গণ্য করবে।

স্পষ্টত: দুটি রিপোর্টেই ২০২০/২০২১ সালের বাংলাদেশকে নিয়েএকটি আশাবাদী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্ট প্রণেতারা এই ভবিষ্যত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে কিছু চ্যালেঞ্জও চিহ্নিত করেছেন। দুটি রিপোর্টেই সুনির্দিষ্টভাবে আটটি আলাদা আলাদা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট বর্ণিত লক্ষ্যগুলি

১) ব্যাপক ভাবে দারিদ্র্য হ্রাস।

২) ২০২০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর ৭ থেকে ৮ ভাগ জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধি অর্জন ।

৩) সার্বজনীন শিক্ষা ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ।

৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ।

৫) সফল নগরায়ন ব্যবস্থাপনা।

৬) একটি যথেষ্ট চাঙ্গা অর্থনৈতিক আবহ যেখানে পাঁচ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে।

৭) বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম এমন বহুমুখী রপ্তানীভিত্তিক অর্থনীতি।

৮) দেশীয় সঞ্চয় এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বাড়িয়ে বৈদেশিক সাহয্যের উপর নির্ভরতা ব্যাপকভাবে হ্রাস।

নাগরিক কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত লক্ষ্যগুলি

১) একটি সমন্বিত ও ন্যায্য বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা।

২) সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হওয়া।

৩) দক্ষ, জবাবদিহিতামূলক, স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রিত প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪) একটি দারিদ্র্য মুক্ত মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

৫) নাগরিকদের সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৬) দক্ষ ও সৃজনশীল মানব সম্পদ সৃষ্টি করা।

৭) ভৌগলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া।

৮) পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষণ করা।

রিপোর্ট দুটির লক্ষ্য তালিকার দিকে তাকালে আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশকে কি কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। আমাদের স্বল্প পরিসরে যদিও সবগুলি লক্ষ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব নয় তবু দেখা যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই রিপোর্টগুলোতে কিরূপ দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য ঃ

সংগত কারণেই দারিদ্র্য বিমোচন দুটি রিপোর্টেই প্রাধান্য পেয়েছে, বিশ্বব্যাংক ও নাগরিক কমিটির লক্ষ্য তালিকার অনেকগুলো লক্ষ্যই দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশি-ষ্ট। বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে ৭ থেকে ৮ ভাগ জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধি (তালিকার ২য় লক্ষ্য) দারিদ্র্য নিরসনের (তালিকার প্রথম লক্ষ্য) একটি প্রাথমিক সোপান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যথেষ্ট নয় যদিনা আয় বৈষম্য কমিয়ে এনে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠিকে এই প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দেয়া হয়।

টেবিল-১ থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্যের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। উপরন্তু টেবিল-২ সূচকগুলির দিকে তাকালে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির বৈষম্যও আয় বৈষম্যের সাথে জোরালোভাবে সম্পর্কিত।

প্রবৃদ্ধির সুফলকে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় বাড়ানোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এরূপ সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত ও অপুষ্টি দূর করা গেলে তা নিঃসন্দেহে তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নাগরিক কমিটি আয় বৈষম্য মোকাবেলায় আরও অন্য কয়েকটি উপায় প্রস্তাবনা করেছে। যেমন খাস জমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার ও তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন করে এলাকার দরিদ্র জেলেদের আয়ের উৎস নিশ্চিত করা। নাগরিক কমিটির রিপোর্টে এছাড়াও আরো কিছু সম্ভাব্য উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে যেগুলো আমরা সাধারণত: সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাই। রিপোর্টে কর্পোরেট ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের আংশিক মালিকানা নিশ্চিত এবং পুঁজি বাজার ও ঋণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ ও পুঁজির আংশিক মালিকানা নিশ্চত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও মৌলিক অর্থনৈতিক পুর্নগঠন কিভাবে করা হবে সে ব্যাপারে রিপোর্টে কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক (Demographic) বাস্তবতা ও কর্মসংস্থানঃ

বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপক হারে কমে এলেও ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৮ কোটি। এক হিসাবে দেখা যায় আগামী দশকগুলোতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা (১৫ থেকে ৬৫ বছর বয়স) মোট জনসংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হারে বাড়বে। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশ বড় অংশ হচ্ছে শিশু ও নবীন যারা আগামী বছরগুলোতে শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে (টেবিল-৩)। এই বিশাল জনশক্তির কর্মসংস্থান একদিকে যেমন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোলে এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে এই বিশাল শ্রম শক্তির কর্মসংস্থানের শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ শিল্প ও সেবাখাতকে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের শ্রম সম্পদকে লাগসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ক্রম বিকাশমান বৈশ্বিক বাজারের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাটা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুটি রিপোর্টেই শিক্ষা ব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে স্কুলের ব্যবস্থাপনা তদারকিতে আরো সংশি-ষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নাগরিক কমিটির রিপোর্টে বিশ্বের ক্রমপ্রসারমান সেবা খাতে (যেমন আউটসোর্সিং) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সার্বজনীন কম্পিউটার শিক্ষা ও ইংরেজীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষা (যেমন - চাইনীজ) শেখানোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তাদের রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার গুরুত্ব এবং Millennium Science Initiative (MSI) এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশে বিশ্বমানের কিছু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার সুযোগ সম্প্রসারণ করা। ❐

নগরায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাঃ

বিগত দশকগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে দুটি বিষয় সবসময়

টেবিল -১

দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য						
দারিদ্র্যের ব্যাপকতা			জাতীয় আয়ের বন্টন			
মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ			মোট জাতীয় আয়ের শতকরা অংশ			
গড় দৈনিক আয় ১ ডলার বা তার নীচে	গড় দৈনিক আয় ২ ডলার বা তার নীচে	জাতীয় দারিদ্র সীমার নীচে	মোট জনসংখ্যার দরিদ্রতম ১০ ভাগ অংশ	মোট জনসংখ্যার দরিদ্রতম ২০ ভাগ অংশ	মোট জনসংখ্যার বিত্তশালী ২০ ভাগ অংশ	মোট জনসংখ্যার বিত্তশালী ১০ ভাগ অংশ
৩৬%	৮২.৮%	৪৯.৮%	৩.৯%	৯%	৪১.৩%	২৬.৭%

টেবিল -২

স্বাস্থ্য বৈষম্য		
৫ বছর বা তার কম বয়সী শিশুর মৃত্যু (প্রতি ১০০০ এ)		পুষ্টি স্বল্পতার হার (মোট জনসংখ্যার শতকার অংশ)
মোট জনসংখ্যার দরিদ্রতম ২০ ভাগ অংশ	মোট জনসংখ্যার বিত্তশালী ২০ ভাগ অংশ	
১৪০	৭২	৩০

টেবিল -৩

এক নজরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও তার গতি প্রকৃতি	
মোট জনসংখ্যা	১৩ কোটি ৯২ লক্ষ (২০০৪ সাল) ১৮ কোটি (২০২০ সাল)
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	২.২% (১৯৭৫-২০০৪ গড় হিসাবে) ১.৭% (২০০৪-২০১৫ প্রত্যাশিত গড় হার)
মোট জনসংখ্যার শহুরে জনসংখ্যার অংশ	২৪.৭% (২০০৪)
১৫ বছর বয়সের নীচের জনসংখ্যা	৩৫.৯% (মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ)
১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা	৬০.৫% (মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ)
৬৫ বছর বা তার বেশী বয়সের জনসংখ্যা	৩.৬% (মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ)

টেবিল -৪

বিনিয়োগ পরিবেশ	
সমস্যার প্রকৃতি	ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের শতকরা অংশ যারা সমস্যাটিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন
দূর্নীতি	৫৭.৯%
চুরি, অন্যান্য অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা	৩৯.৪%
ব্যাবসায়িক চুক্তি সংক্রান্ত নালিশ নিষ্পত্তিতে এবং সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থাহীনতা	৮৩%
সরকার আরোপিত অর্থনৈতিক ও রেগুলেটরী নীতির দোদুল্যমানতা	৪৫.৪%
বিনিয়োগের অর্থায়ন সমস্যা ও সুদের উচ্চহার	৪৫.৭%
বিদ্যুৎ ঘাটতি	৭৩.২%

উপেক্ষিত থেকে গেছে তা হল নগরায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী দিক নির্দেশনা। গত কয়েক দশকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে এই সাফল্য অর্জনের পেছনে কাজ করেছে সরকারী ও দাতা সংস্থাগুলোর পরিকল্পিত বিনিয়োগ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পরিকল্পিত নগরায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সরকারী ভাবে সেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার তুলনায় বেশী। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিল্পায়নের ফলে গ্রাম থেকে শহরে মানুষ আসার এই প্রবণতা আগামী দশকগুলোতে কমার কোন সম্ভাবনা নেই। এই দ্রুত নগরায়নের সঠিক ব্যবস্থাপনা আগামী দশকগুলোর একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গৃহায়ন, পানি, পয়োঃনিষ্কাশন ও একটি পরিকল্পিত নগর পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশাল সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। উপরন্তু পানি ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্পবর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়নের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারকে Watch Dog এর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও নাগরিক কমিটির দুটি রিপোর্টেই পরিকল্পিত নগরায়ন ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগর প্রশাসনকে অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুশাসন (Good Governance):

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এমন কোন উন্নয়ন আলোচনা পাওয়া কঠিন হবে যেখানে সুশাসন প্রসঙ্গ উঠে আসেনি। নাগরিক কমিটির তালিকায় সুশাসন কায়েমের বিষয়টি অন্যতম একটি লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (তৃতীয় লক্ষ্য)। বিশ্বব্যাংক রিপোর্টের তালিকায় যদিও তা নেই, কিন্তু সুশাসনকে তালিকার লক্ষ্যগুলো অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রিপোর্টে বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসন যন্ত্রকে বলা হয়েছে নিস্পৃহ, গোপনীয়তাপরায়ণ ও জবাবদিহিতাহীন। দুটি রিপোর্টেই একটি দক্ষ ও জবাবদিহিতাভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যাতে একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য তার স্বায়ত্বশাসন ও প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে অধিকতর ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া নাগরিক কমিটির রিপোর্টে e-governance এর প্রসারকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা উন্নয়নের একটি অভিনব উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিও একটি জাতি বা দেশের সাফল্য বা অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত। উপরন্তু একটি দেশের সামাজিক পরিস্থিতি তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে উপযুক্ত বাতাবরণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ২০২০ সালের বাংলাদেশ কেমন হওয়া উচিত সেই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট তাদের আলোচনা শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে দেশের সমাজ ও রাজনীতির মত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন হয়ত তারা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

নাগরিক কমিটির রিপোর্টে, বলাবাহুল্য, এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচন ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের মতো বিষয়ে প্রস্তাবনা। নাগরিক কমিটির রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে একীভূত/সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও এতিম শিশুদের একটি মানবিক জীবনধারণের ব্যবস্থা করা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রসঙ্গ। তবে প্রতিরক্ষা ও বর্তমান ক্রমপ্রসারমান বৈশ্বিক আবহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও স্ট্রাটেজি কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে নাগরিক কমিটির রিপোর্টেও কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

আরেকটি ব্যাপার যা দুটি রিপোর্টেই উপেক্ষিত হয়েছে তা হলো বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার একটি সমাধান খুঁজে বের করা। Economic Growth এর উপর সাম্প্রতিক গবেষণায় 'উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' ও 'আইন শৃঙ্খলা' এই দুটিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। টেবিল -৪ থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা কতটুকু কম (শতকরা ৮৩ ভাগ সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আস্থাহীনতা ব্যক্ত করেছেন)। বাস্তবিকই বাংলাদেশের আইন কাঠামোয় ব্যবসায়িক চুক্তি ও ঋণ, যেমন - বানিজ্যঋণ (Trade Credit) ও ব্যাংকঋণ সংক্রান্ত নালিশ নিস্পত্তি এখনো যথেষ্ট মাত্রায় দ্রুত নয়। উপরন্তু এই দীর্ঘসূত্রিতার বেড়াজালকে কাজে লাগিয়ে অনেক অসাধু ও অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। যথাযথ আইনী কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে যদি মামলা ও নালিশ নিস্পত্তিকে দ্রুততর করা যায় তাহলে বাংলাদেশে 'ব্যবসা করার খরচ' (Cost of Doing Business) অনেক কমে আসবে ও দেশী ও বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে। ❐

সদাকত জুনায়েদ পি.এইচ.ডি ক্যান্ডিডেট,
কার্লটন ইউনিভার্সিটি, অটোয়া, কানাডা।

send your submissions to porshi :
editors@porshi.com
e-fax : 707-988-0328

বাংলাদেশ ২০২০ : নাগরিকদের স্বপ্ন

সুলতানা কামাল, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

আমরা নারী আন্দোলন থেকে বলেছি : 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। নারীরা বিশ্বাস করে– অন্যরকম একটা পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব– যদি বন্ধ হয় শোষণ ও নির্যাতন। আমরা আরও চাই, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও শান্তি। আমরা বলেছি, মানুষের শঙ্কামুক্ত জীবন থাকতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবন থেকে ভয়-ভীতি দূর করতে হবে। পাশাপাশি যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী দরকার। রাষ্ট্রকে সু-রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশেও উলি-খিত বিষয়ের প্রতিফলন চাই- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, শ্রেণী, লিঙ্গ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ যাতে কুক্ষিগত না হয়, যাতে প্রতিটি নাগরিক তার সম্পদের সম-অধিকার পায়, অর্থাৎ কাউকে অধিকার বঞ্চিত করা যাবে না।

এক কথায় শোষণ-নির্যাতন, দুর্নীতি, দুঃশাসন, বন্ধ করে সমঅধিকার, সু-শাসন ও শঙ্কামুক্ত সমাজ গড়তে পারলেই আগামীর বাংলাদেশ হবে স্বপ্নের সুন্দর বাংলাদেশ।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী

একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চাই। এজন্য চারটি বিষয় প্রয়োজন– ক. ধর্মনিরপেক্ষতা, খ. নাগরিকের অধিকার ও সুযোগের সাম্য, গ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘ. সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন।

আসলে এই গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তার লক্ষণ চর্তুদিকে দেখা যাচ্ছে। যার অর্থ হল মুক্তিযুদ্ধ আসলে শেষ হয়নি। এই যুদ্ধ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য ছিল, যা আমরা পালন করতে পারিনি। সমষ্টিগত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার পরিবর্তে আমরা ব্যক্তিগত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছি। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা সমষ্টিগত স্বপ্নের দ্বারা পরিচালিত। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনই ছিল ঐ স্বপ্নের মূল কথা। ২০২০ সালে আমরা হয়ত ঐ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো না। তার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

মুহিন, সংগীত তারকা

বর্তমানে আমাদের সংগীতের যা পরিস্থিতি তাতে আমি ভীষণ আশাবাদী। কারণ দিনে দিনে আমাদের সংগীতের উন্নতি হচ্ছে। যদিও আমরা এখনও বিশ্বসংগীত থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। তবে ঐ দিন বেশি দূরে নেই, যেদিন আমরা বিশ্বসংগীতের সঙ্গে পাল-া দিতে পারবো। ২০২০ সালের ব্যাপারে আমি এ প্রসঙ্গটা জোর গলায় বলতে পারি। ঐ সময় আমাদের সংগীত অনেক দূরে চলে যাবে। প্রতিবেশী দেশের সংগে আমাদের খুব বেশী পার্থক্য থাকবেনা। তখন আর আমরা তাদের অনুকরণ বা নকল করব না। বরং তারাই আমাদের নিয়ে আলোচনা করবে। যন্ত্রসংগীতের দিকেও আমরা অনেক বেশী এগিয়ে যাব। কেননা এখনই আমাদের অনেক পথ তৈরী হয়েছে। আর সিনেমার গানে অনেক পরিবর্তন আসবে। আজকের গানের সঙ্গে ঐ সময়ের গানের কোন মিল থাকবেনা বলে আমি ধারণা করছি। পাশাপাশি গানের চিত্রায়নে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান

আসলে এক কথায় বলতে গেলে বলব, আমি ২০২০ সালে একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই। সুন্দর অর্থে সত্যিকারের সুন্দর। আমি এমন দেশ চাই যেখানে কোনো দুর্নীতি থাকবে না। জন্মের পর থেকে একটি শিশু মুক্ত ভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। দেশে কোনো অশিক্ষিত থাকবে না। প্রকৃত শিক্ষার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর এতকিছুর জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমি স্বপ্ন দেখি আমরা দেশের কথা ভেবে কিছু একটা করছি। আমরা আমাদের সবচেয়ে গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করছি না। আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাসই আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি বাংলাদেশকে নিয়ে সবসময়ই আশাবাদী। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ একদিন নিশ্চিত ঘুরে দাঁড়াবে। আর সেই দিন খুব দূরে নয়। আমাদের আজকের নতুন প্রজন্মই তুলে ধরবে সোনার বাংলাকে। আমরা আমাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সম্মিলিত ভাবে পৃথিবীর বুকে উঠে দাঁড়াবই।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান

আমাদের মেধা আছে। আর এই মেধাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদকে পুঁজি করেই আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমরা সে পথেই হাঁটছি। আমার বিশ্বাস ২০২০ সালের মধ্যে আমাদের ছেলেরা তাদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শুধুমাত্র একটি কম্পিউটারই যথেষ্ট। তাই সারাদেশের মানুষকে এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই জেগে উঠতে হবে। আমি স্বপ্ন দেখি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষ শুধু নিরক্ষরতা মুক্তই হবে না, তারা কম্পিউটার সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞানেও দীক্ষিত হবে। আর ইন্টারনেটের মত সেবা মানুষের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অনেকটাই নিশ্চিত করে। আমি চাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত থাকুক। আর এত কিছুর জন্য চাই একটি দুর্নীতিমুক্ত সুষ্ঠ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তবে উন্নয়নের পথে দেশের প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সবার আগে চাই আমাদের মানসিকতার গঠনমূলক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ছোট থেকেই ধরিয়ে দিতে হবে। আমাদের শিশুদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। তবে ২০২০ সালের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন আমি আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (এসিএম) প্রথম দশটি দলের মধ্যে অন্তত ৩ টি বাংলাদেশী দলের নাম দেখতে চাই।

বিবি রাসেল, ফ্যাশন ডিজাইনার

আমি স্বপ্ন দেখি সব দিক থেকে একটি সত্যিকারের আধুনিক

বাংলাদেশের। আমাদেরকে সময়ের পিছু না দৌঁড়ে এমন দিন যেন আসে যেদিন আমরা সময়কে টেনে নিয়ে যেতে পারব। সেজন্য দেশের গঠনমূলক অবস্থার উন্নতি হলেই চলবে না, আমাদের মানসিক অবস্থার ও রুচির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি আর কৃষ্টিকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে হবে। আর সেজন্য মেধার মূল্যায়ন খুবই জরুরী। একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে আমি স্বপ্ন দেখি পশ্চিমা বিশ্বসহ সারা দুনিয়া বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় ফ্যাশনে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, রপ্ত করছে আমাদের সংস্কৃতি।

তারেক মাসুদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা

আমাদের প্রকৃত উন্নতি সেদিনই হবে যেদিন আমরা এই দেশটাকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে পারব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হতে হবে আমাদেরকে। আমাদেরকে দেশ কথাটা অনুধাবন করতে হবে। খুব নিকট ভবিষ্যতে এমন দিন হয়ত আসবে যেদিন প্রতিটি কাজ করব আমরা দেশাত্মবোধ থেকে। যে কাজই করি না কেন আমাদেরকে দেশের কথা ভাবতে হবে। সেটা চলচ্চিত্র নির্মাণই হোক আর ব্যবসায়িক কোনো প্রকল্পই হোক। দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে এতদিন কাজ করার জন্য আমার স্বপ্নের অনেকটাই ওই ঘরানার। আমি চাই ২০২০ সালে সারা পৃথিবীতে বাংলা ছবি তথা আমাদের সংস্কৃতি প্রদর্শিত হোক। আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে তুলে ধরব আমাদেরকে।

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আমি এখনো স্বপ্ন দেখি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে উন্নয়নের স্রোতে। ২০২০ সালে সেই স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়। সারা পৃথিবী যেন বাংলাদেশের প্রতিটি কথাকে অগ্রগণ্য ভাবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সর্বোপরি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে যেন সারা পৃথিবীর মানুষ প্রশংসায় মেতে উঠে। আমাদের আছে জন সম্পদ। এই সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারই আমাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এক কথায় আমি চাই ২০২০ সালে বাংলাদেশের নাম তৃতীয় বিশ্বের দেশের নামের মধ্যে না থেকে প্রথম বিশ্বের দেশের নামের তালিকায় প্রথম দিকে থাকুক। তবে আমার একটি অন্যরকম স্বপ্ন আছে। ২০১৮ সালে মানুষ মঙ্গলে যাওয়ার কথা। মঙ্গলের সেই দলে যেন অন্তত একজন বাংলাদেশী থাকে। শান্তিতে আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। নোবেল পুরস্কারের অন্যান্য বিষয়সহ গণিতের ফিল্ডস মেডেল পুরস্কারটিও এই সময়সীমার মধ্যে আমাদের হাতে এসে যাক।

হাবিবুল বাশার, অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

অন্য সব বাংলাদেশীর মতই আমি স্বপ্ন দেখি একটি উন্নত বাংলাদেশের। বাংলাদেশের নামের পাশে তৃতীয় বিশ্ব, দরিদ্র, উন্নয়নশীল, দুর্নীতিগ্রস্ত এই শব্দগুলো আমি শুনতে চাই না। ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জ্ঞান বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ তার সবগুলো হাত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। আর অবজ্ঞা নয়, এবার সারা বিশ্বের প্রশংসায় থাকবে বাংলাদেশ। ঢাকা শহরসহ সারা দেশে একটি পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো অবয়ব আসবে। মোটকথা বাংলাদেশ হবে স্বপ্নের মতো, আমাদের কল্পনার মতো করে। তবে একজন ক্রিকেটার তথা ক্রিকেটভক্ত হিসেবে আমি চাই ২০২০ সালের আগেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ট্রফিটা বাংলাদেশের শোকেসে শোভা পাক। শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল, অ্যাথলেটিকসসহ সব ধরনের খেলা ও মেধার আসরে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন সবার উপরে থাকে।

ড. আকবর আলী খান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

২০২০ সালের মধ্যে আমি বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চাই। তবে কাজটি খুব সহজ নয়। এজন্য যে যে অবস্থানে রয়েছেন প্রত্যেককে পরিশ্রম করতে হবে। সকলে মিলে চেষ্টা করলে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব। আর এ ধরণের বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এখন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বপ্ন এখন আর নেই। এখন জনতার স্বপ্নের সঙ্গে আমার স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ বাংলাদেশের উন্নয়নই এখন আমার স্বপ্ন যেটা বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন।

আলী যাকের, নাট্যকর্মী

আমি আশাবাদী। কেননা দিনে দিনে আমাদের সাংস্কৃতিক ভুবন আধুনিক হচ্ছে। তথ্যের বিপ-ব ঘটছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বেশ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমার মতে ২০২০ সালে আমরা এর পূর্ণাঙ্গ ফল পাবো। সে সময় মিডিয়াতে যে পরিবর্তন হবে,তার পুরোটাই হবে প্রযুক্তির কারণে। এখন যেমন একটা ভালো বিজ্ঞাপন তৈরীর কাজে নির্মাতারা ভারতে চলে যান তখন সেটা হবেনা। কেননা আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবো। বরং তখন বাইরের দেশ থেকে আমাদের দেশে আসবে কাজ করতে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর তরুণ মেধাবী পরিচালক আছে যারা কাজ করছে নিজেদের গতিতে। বেশ ভালো করছে। ২০২০ সালে এরাই দেশের মিডিয়াতে নেতৃত্ব দিবে। আর একটা বিষয়ে আমি বেশ আশাবাদী- চলচ্চিত্র। আজকের যে বিকল্পধারা চলচ্চিত্রের আন্দোলন চলছে, তার ফলাফল ২০২০ সালে আমরা দেখতে পাবো। আমাদের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নিতে পারবে।

বেলাল বেগ, প্রাক্তন টিভি প্রযোজক, লেখক, সমাজচিন্তাবিদ

২০২০ সালের বাংলাদেশ নিয়ে আমার সকল স্বপ্নকে খুন করেছে বাংলাদেশের ভন্ড ও লুটেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তথাপি আমৃত্যু কামনা করব, লক্ষ লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ, বাঙালি জাতির সহজাত সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনাদর্শে প্রস্ফুটিত একটি সমৃদ্ধ দেশ হবে।

Abul Hussam, Department of Chemistry and Biochemistry, George Mason University and the winner of National Academy of Engineering- Grainger Challenge Prize for Sustainability

I like to see Bangladesh higher education systems free from politics and become center of excellence. The brightest and most educated people should know how to run their institutions without public subsidy. ❐

বাংলাদেশ ২০২০: তথ্য প্রযুক্তি কেমন হবে?

কাজী ইসলাম, প্রধান নির্বাহী,
গ্রামীণ সফ্‌টওয়্যার লিমিটেড

ড: মোহাম্মদ কায়কোবাদ, প্রফেসর
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন: ২০২০ সালের বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে কোথায় যেয়ে দাঁড়াতে পারে? সেজন্যে এখনই কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

২০২০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি এবং এ সংক্রান্ত সার্ভিস রফতানী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে মধ্য ও উচ্চ প্রযুক্তি খাতের শিল্পোৎপাদনের সাথে। কেবল্‌ টিভি, ফোন, স্যাটেলাইট, বিপিএল (Broadband via electric Power Line) ইত্যাদি প্রযুক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেবে বিশ্ব তথ্যজগৎ। তথ্যের আদানপ্রদান পার্সনাল কম্পিউটার, পিডিএ থেকে ছড়িয়ে পড়বে ক্ষুদ্র বায়োমেট্রিক যন্ত্রে (যেমন Smart Dust)। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে উঠবে দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। নিম্ন প্রযুক্তির আউটসোর্সিং কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ রূপান্তরিত হবে নতুন নতুন জ্ঞানভিত্তিক পণ্য উদ্ভাবন ও উৎপাদনের সূতিকাগারে। এটা শুধুমাত্র একটি বিশাল স্বপ্ন নয়, এটা একটি আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ।

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে সে পর্যায়ে পৌঁছাব?

যথাযথ পরিকল্পনা এবং সরকার, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতাই আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। আমাদের করণীয় হবে:

১. তথ্যপ্রযুক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য মানবসম্পদ তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা শুরু করা;
২. তথ্যপ্রযুক্তির পেশাবিদদের ও তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানীগুলোর দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ফোকাস্‌ড্‌ ট্রেনিং শুরু করা;
৩. গবেষণাখাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা ও নতুন মার্কেট তৈরী করতে সচেষ্ট হওয়া;
৪. তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন করা;
৫. তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব অর্থনৈতিক ও রেগুলেটরি পলিসি তৈরী করা;
৬. বিদেশী কোম্পানী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

প্রশ্ন: ২০২০ সালে গ্রামীণ সফ্‌টওয়্যার লিমিটেডের মূল ব্যবসা কী হবে ও আয় কতটা হবে? তখন আপনারা কতজন কর্মচারীর কর্ম সংস্হান করতে পারবেন?

গ্রামীণ সফ্‌টওয়্যার লিমিটেড ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে চাই যেটা নতুন নতুন সার্ভিস ও

৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন..... **কাজি ইসলাম**

প্রশ্ন: ২০২০ সালে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে কোথায় যেয়ে দাঁড়াতে পারে? সেজন্য এখনই কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা ছিল। দুঃখজনকভাবে অযোগ্য স্বার্থান্ধ নেতৃত্বের ফলে সেই কাঙ্খিত উন্নয়ন আমাদের দেশে হয়নি। তার পরিবর্তে জুটেছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কালিমা। ২০২০ সালে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ হতে পারে। অবশ্য অযোগ্য, অদূরদর্শী নেতৃত্বে আবার অকর্মকর এবং উন্নয়নহীন রাষ্ট্র হওয়ার আশংকাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশের শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই যে অযোগ্য ছিল তা নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের নেতৃত্ব ছিল অকার্যকর; সেটা শিক্ষা হোক, তথ্যপ্রযুক্তি হোক আর শিল্পই হোক। প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদহীন ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে একমাত্র উদ্বৃত্ত হলো মানবসম্পদ যার সুষ্ঠু উন্নয়নই আমাদের দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। তথ্যপ্রযুক্তির অমিত সম্ভাবনা নিয়ে গত দুই দশক ধরে শাসকগোষ্ঠি যে সকল উদ্যোগ নিয়েছে তা সবই লোকদেখানো, ছেলেভুলানো এবং অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কম্পিউটার সংশি-ষ্ট যন্ত্রপাতি থেকে কর প্রত্যাহার, ইকুয়িটি ফান্ড প্রবর্তন, সিলিকন ভ্যালীতে অফিস খোলা, ইনকিউবেটর স্থাপন, আবার এখন হাইটেক পার্কের মরিচীকাও আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে সাফল্য আনতে হলে আমাদের এই উদ্যোগসমূহের ব্যর্থতার কারণ উদঘাটন করতে হবে এবং আমাদের মত আর্থসামাজিক পরিবেশে থেকেও যে সকল দেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করছে তাদের অনুকরণ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি একটি অত্যন্ত জ্ঞান নির্ভর প্রযুক্তি। এখানে সাফল্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাকে যারপরনাই অগ্রাধিকার দিতে হবে যা যুদ্ধবিধ্বস্ত কোরিয়া করেছিল। তথ্যপ্রযুক্তিতে ভারতীয় সাফল্যের মূলে রয়েছে উন্নতমানের শিক্ষা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে দেশী এবং প্রবাসী ভারতীয়দের ঈর্ষণীয় সাফল্য ও অবস্থান। আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে যত পরিকল্পনা করা হয়েছে, বিলিয়ন ডলার উপার্জনের স্বপ্ন দেখা হয়েছে তাতে শিক্ষাখাত সবসময়ই অবহেলিত ছিল। ফলে কাঙ্খিত সাফল্যও আসেনি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্যপ্রযুক্তিসহ সার্বিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য যেমন বিদেশী কোচ আনা হচ্ছে, তেমনি আমরা বিদেশী শিক্ষক গবেষকদের দেশে এনে তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষার মান উন্নত করতে পারি। এমনকি ভারতের মত বিদেশী সাহায্যে উন্নতমানের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে বিশ্বায়নের

৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন..... **কায়কোবাদ**

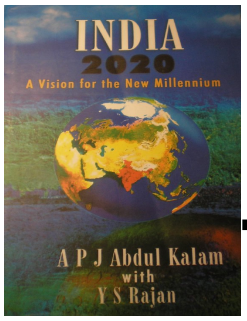

বাংলাদেশ ২০২০ : প্রতিবেশীর তুলনায়

২০২০ সালে ভারত কোথায় যাবে?

মানস রায়

২০২০ সালে ভারত কোথায় যাবে কিংবা ভারত কোথায় যেতে চায়? কেমন হবে ২০২০ সালের ভারতের ছবিটা? ভারতের যোজনা (প-ানিং) কমিশনের 'ভিশন ২০২০' (প্রকাশনা ডিসেম্বর-২০০২) এর সারমর্ম দেওয়া হয়েছে একটি কবিতার মাধ্যমে - বাঙ্গালির অতি পরিচিত রবীন্দ্রনাথ লিখিত, --- 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। বলা হয়েছে এই কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে আছে ভবিষ্যত ভারতের কাঙ্খিত ছবি।

ভাবের ঘরে ঘোরাঘুরি ছেড়ে শক্ত জমিতে এসে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো যাক। 'ভিশন ২০২০' অনুযায়ী ২০২০ সালে ভারতে 'গরীবি রেখা'র নীচে কেউ থাকবে না। ২০০০ সালের মাথা পিছু আয়ের হিসেবে ভারতের অবস্থান ১৫৩ থেকে উঠে ১০০-তে দাঁড়াবে। লোকসংখ্যা হবে ১৩০ কোটির (১.৩ বিলিয়ন) কিছু বেশী। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা বজায় থাকবে, উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানী সম্ভব হবে যদিও অপুষ্টি-জনিত (ম্যালনিউট্রিশন) সমস্যা কিছুটা থেকেই যাবে।

প্রত্যেকে কাজ পাবে এবং কাজ পাওয়ার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি পাবে। এজন্য বছরে এক কোটি কাজ তৈরি করা হবে। এই বিপুল সংখ্যক কাজ সৃষ্টি হবে হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি সংস্থার মাধ্যমে, বৃহৎ সংস্থা বা শিল্পের উপর নির্ভর করে নয়। যেসব ক্ষেত্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে আশা করা হয়েছে তা হল তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, পর্যটন, নির্মাণ, বিপণন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির অন্যতম চালক শিক্ষা। সেজন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় বর্তমানের জিনপি-র চার শতাংশ থেকে অন্ততঃ দুইগুণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে যাতে ২০২০ সালে ভারতে কোন নিরক্ষর না থাকে এবং খোলা যায় নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নয়নের আরেক মাপকাঠি শক্তির ব্যবহার। কয়লার ব্যবহার বাড়বে দুইগুণ, তেল ও গ্যাস তিনগুণ। ২০০০ সালে বিদ্যুৎ ক্ষমতা ছিল একলক্ষ মেগাওয়াট, ২০ বছরের বেড়ে দাঁড়াবে তিন লক্ষে।

এই উন্নয়নের প্রভাব পরিবেশের ওপর কতটা পড়বে? ভিশন ডকুমেন্টে প্রদূষণ সংক্রান্ত কিছু সংখ্যা রয়েছে এবং পরিবেশ রক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশ-বান্ধব কারিগরী, বিকল্প শক্তি, ও জল-সংরক্ষণের ওপর। কিন্তু একই সঙ্গে বলা হয়েছে উপমহাদেশের নদীগুলিকে খাল কেটে একে অপরের সাথে যুক্ত করার কথা। এই নদী সংযুক্তিকরণের প্রভাব নিয়ে সংশয়মুক্ত নন পরিবেশবাদীরা।

২০২০ সালের 'প্রায়-উন্নত' ভারতের প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক খুব একটা পরিবর্তন হবে না। চীনের সাথে অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রতিযোগিতা বাড়বে, তবে শত্রুতা নয়। পাকিস্তান নিয়ে একদম আশাবাদী নয় ভারত, যদিনা পাকিস্তানের সামরিক-সামাজিক ধার্মিক কর্তাদের চিন্তাধারায় বড় ধরণের কোন রদবদল হয়। বাংলাদেশের কথা বলা হয়নি আদৌ। কারণ বোধহয় কাশ্মীর বা আণবিক অস্ত্রের অনুপস্থিতি, দুটি দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও।

ভারতের ভিশন ২০২০ এর কথা উঠলেই নাম আসে রাষ্ট্রপতি এপিজি আবুল কালামের। সহকর্মী ওয়াই এস রাজনের সাথে তার (তখনো রাষ্ট্রপতি হননি) লেখা বই 'ইন্ডিয়া ২০২০' প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। খুব জনপ্রিয় হয় বইটি। বইটি ভারত সরকারের একটি সংস্থার 'টেকনোলোজি ভিশন ২০০২' কে ভিত্তি করে লেখা। যোজনা কমিশনের ডকুমেন্টেও এই বইটির থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই বইটির আলোচ্য বিষয় ভবিষ্যতের টেকনোলজি। সমাজ, অর্থনীতির জায়গা নেই সেখানে। পরিবেশের কথাও নেই। অবশ্য, পরমাণু বিদ্যুৎ ও নদী সংযুক্তিকরণের প্রবল সমর্থক কালাম সাহেবের পরিবেশভাবনা সংখ্যায়-ভারী পরিবেশবিদদের সঙ্গে অনেক সময়ই খাপ খায় না।

২০২০-তে কোথায় দাঁড়াবে ভারত এই ভিশন বাস্তবায়িত করার সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোটা কি হবে ? ডকুমেন্টে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বচ্ছতা, জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদির কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা গত ৬০ বছর ধরে ভারতকে পিছিয়ে পড়া দেশের তালিকায় রেখে দিয়েছে- কেন সেই সমস্যাগুলি আগামী দিনেও ভারতের উন্নয়নের রথের গতি রোধ করবেনা তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে ওপরের আশাবাদী ভাবনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়না। দুইপাশে দুটি ধর্মভিত্তিক, অপরিণত-গণতান্ত্রিক/সামরিক রাষ্ট্রের মাঝে ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাটি (অনেক খুঁত সত্ত্বেও) অক্ষুন্ন অব্যাহত থাকলেই কিছুটা আশাবদী হওয়া যেতে পারে। ❐

মানস রায় - ডিরেক্টর, নর্থ ইস্ট, ন্যাশনেল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়া।

"A vision is not a project report or a plan target. It is an articulation of the desired end results in broader terms."

A P Z Abul Kalam, President, India

বাংলাদেশ ২০২০ : উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব

ড: মোহাম্মদ কায়কোবাদ

উন্নয়নের পথে ঘুরে দাঁড়াতে হলে যেকোন উন্নয়কামী দেশকে একটি স্লে-াগান নিয়ে শুরু করতে হয়। বাংলাদেশ ২০২০ এমনই একটি স্লে-াগান। অবশ্যি আমাদের স্লে-াগান সর্বস্ব দেশে ৫ বছরে সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য চিকিৎসায় বছরের পর বছর চলে গেলেও স্লে-াগানে বছরের সংখ্যা কমে না।

দুই দুইবার স্বাধীনতা অর্জনের পরও উন্নয়নের পথ কেন আমরা খুঁজে পেলাম না এর উত্তর সম্ভবত: একটাই; আর তা হলো শিক্ষাকে ক্রমশই চরম ঔদাসীন্যে অবহেলা করা। পরাধীন ভারতবর্ষে আমাদের মুন্সীগঞ্জের ছেলে জগদীশ বসু অত্যন্ত বৈরী পরিবেশে নিজের যন্ত্র নিজে তৈরি করে রেডিও আবিস্কার করেছিলেন। শতবর্ষ পরে হলেও তার স্বীকৃতি জুটেছে যদিও নোবেল পুরস্কার বেহাত হয়েছে। মেঘনাদ সাহা কিংবা সত্যেন বোসের সঙ্গেও আমাদের মাটির যোগাযোগ পরাধীন দেশে, বৈরী পরিবেশে তারা বিশ্বখ্যাত হয়েছিলেন। আজ স্বাধীন দেশে এই মাপের বিজ্ঞানী আমাদের নেই। যে দেশে জ্ঞানীর কদর নেই, সেই দেশে জ্ঞানী জন্মায় না। আমাদের হলো সেই অবস্থা। এশিয়া মহাদেশ যখন কল্পনাও করেনি একটি নোবেল পুরস্কারের তখন সেটা রবিঠাকুর পেয়েছিলেন এবং সারা পৃথিবীর কবি দার্শনিকেরা তাকে অগ্রপথিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান কর্তৃক যারপরনাই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত কোরিয়ার অগ্রগতির মূলেও রয়েছে এই শিক্ষাই। আমাদের মত প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদশূন্য ঘনবসতিপূর্ণ দেশকে যদি অগ্রগতি করতে হয় তাহলে একমাত্র উদ্বৃত্ত জনসম্পদের উন্নয়নের মধ্যেই তা নিহিত। বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। সাংহাই জিয়াওটং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামের কনফারেন্সে বিজ্ঞ অধ্যাপক গবেষকরা এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, যে কোন দেশকে টিকে থাকার জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা অপরিহার্য। সাংহাই জিয়াওটং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬৮টি, যুক্তরাজ্যের ৪৯টি, জাপানের ৩৪টি, এরপরই আছে জার্মানী, কানাডা, ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়া।

জাতীয় অগ্রগতির সাঙ্গে এই পরিসংখ্যানের কী চমৎকার যোগসূত্র। আবার সমগ্র মুসলিম জাহানের যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেখানে ক্ষুদ্র ইসরায়েল থেকে রয়েছে ৭টি, কোরিয়া থেকে ৮টি এবং ভারত থেকে ৩টি। এই পরিসংখ্যান থেকে একটি সত্য অনুধাবন করতে হবে তা হলো জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে উচ্চ শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন বিকল্প নেই।

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় আমাদের দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কীর্তিকলাপের যে ফিরিস্তি প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে আমাদের দেশের ক্রমাবনতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আজ যেখানে পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সাফল্য এবং অর্জনের তালিকা দিয়ে হোমপেজ সমৃদ্ধ করছে সেখানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হোমপেজের দারিদ্র্য থেকে বুঝতে আর অসুবিধা হয়না যে আমাদের দেশে শিক্ষা খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং যা নিয়ে যখন খুশি তখন, যেভাবে খুশি সেভাবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়।

আমাদের শিক্ষার মান যদি উন্নত করতে না পারি তবে অচিরেই আমাদের সকল উন্নতমানের কাজের দায়িত্ব বিদেশীরা পাবে। আমাদের জন্য জুতা সেলাই আর ভূধর পরিস্কার করার কাজ অবশিষ্ট থাকবে। এখনই কম্পিউটার সংশি-ষ্ট কোন কাজই আমাদের দেশের কোম্পানীগুলো পাচ্ছে না টেকনোলজীতে পারদর্শী না হওয়ার কারণে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে কোরিয়ার ঈর্ষণীয় সাফল্যের পিছনেও কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত কোরিয়াতে শিক্ষার যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তাই কাজ করেছে। যার ফলে এশিয়ার প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোন জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় নয় কোরিয়া এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছিল। বিশ্বমানের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার জন্য একজন নোবেল বিজয়ীকে সেখানে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একজন নোবেল বিজয়ী তৈরি করার কার্যকর উদ্যোগও তাদের রয়েছে। আর কারো সঙ্গে নয়, সুবিখ্যাত এমআইটি, প্রিন্সটন, কিংবা স্ট্যানফোর্ডের সঙ্গে তারা তাদের অর্জন তুলনা করে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধ্বস নেমেছে তার মূলে রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা। ফলে শিক্ষার নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষা গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জন করে নাই এমন সকল শিক্ষককে। এছাড়া দেশের নেতৃত্বে শিক্ষার অভাব শিক্ষাকে আরো গৌণ করে দিচ্ছে। আমাদের সমাজে শিক্ষার গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে নেতা নির্বাচনের পূর্বশর্ত হওয়া উচিত উচ্চমানের শিক্ষা। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় কেবলমাত্র শিক্ষিত মানুষের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা উচিত।

শিক্ষার মান উন্নত করতে যে বিনিয়োগ দরকার তা হয়ত'বা আমাদের পক্ষে রাতারাতি সম্ভব নয়। এছাড়া শিক্ষক হিসাবে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই যথাযথ যোগ্যতা নেই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক গতানুগতিক উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা নিঃসন্দেহে দুরূহ। এমতাবস্থায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতাগুলোকে জনপ্রিয় করতে পারলে ও তারুণ্যের অদম্য শক্তিকে উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নামাতে পারলে তা হবে মানোন্নয়নের ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতি। এছাড়া বিশ্বমানের শিক্ষা কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরীর মাধ্যমে সারাদেশের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা দরকার। উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরীতে বিদেশী এবং প্রবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক এবং গবেষকদের সহযোগিতার কথাও ভাবা যেতে পারে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতকে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে ঠিক তেমনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক ও গবেষকদের নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় অগ্রগতি অসম্ভব; আর মানবসম্পদ উন্নয়নে চাই বিশ্বমানের শিক্ষা। ❐

ড: মোহাম্মদ কায়কোবাদ প্রফেসর, কম্পিউটার কৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ ২০২০ নিয়ে বিবিধ ভাবনাবলী

আবদুর রকিব খান

এখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থা কি হইবে। পৃথিবী এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে যে আগামী কাল কি ঘটিবে তাহারও নিশ্চিত ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব নয়। এক দিনে আমেরিকা তথা বিশ্বে অকল্পনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল। এমন কি আড়াইশ বৎসর আগে এক দিনে বাংলা তথা ভারত বর্ষ স্বাধীনতা হারাইল। ইংরেজরা এদেশে আসিয়াছিল ব্যবসা করিতে, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এমনই হইয়া গেল যে এক দিনেই দেশ তাদের হইয়া গেল। ভবিষ্যতের কথা মানুষ অবশ্যই ভাবিতে চায় এবং ভাবিবে। কিন্তু ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই অনিশ্চয়তার কথা মনে রাখিয়াই মানুষের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতে হইবে।

আর একটা কথা বহুল প্রচারিত -"ভবিষ্যত প্রজন্ম"। কোন সন্দেহ নাই যে ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভাবার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। তবে তাই বলিয়া বর্তমান প্রজন্মকে অবহেলা করা কেন? গতকাল ত' অতীত, আগামীকাল ত' অজানা, আজই মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। সেইজন্য অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়া, ভবিষ্যতের কথা খেয়াল করিয়া বর্তমান প্রজন্মের কথাও ভাবিতে হইবে। তাদেরও সুযোগ দিতে হইবে। ভবিষ্যতের জন্য ভাবিয়া বর্তমান প্রজন্মকে দুঃখ কষ্ট দেওয়াও কোন কাজের কথা নয়। বর্তমান প্রজন্মের উপরইত' ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়িয়া উঠিবে।

যতদূর মনে হয় রাশিয়াই প্রথম পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনা করিয়াছিল। পরে পশ্চাৎপদ থাকা অনেক দেশই পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স সবাই বাৎসরিক পরিকল্পনায়ই [বাৎসরিক বাজেট] এত বড় হইয়াছে। আসলে হয়ত পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনা বর্তমান সময়ের উপর গুরুত্ব কমাইয়া দেয় এবং অজানা ভবিষ্যতের দিকে বেশি নজর দেয়। সে জন্য চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এক বৎসরের [বাৎসরিক বাজেট] পরিকল্পনার জন্য চিন্তা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাও মনে রাখিতে হইবে।

আমাদের করণীয় কাজ শুরু করার আগে মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তির উন্নয়নে, দেশের উন্নয়নে, আমাদের ফোকাস থাকিতে হইবে।

১.আমাদের ফোকাস হওয়া প্রয়োজন মানবতার শিক্ষা যেটা গোঁড়ামীহীন, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক। মহান মানুষদের জীবনী- নবী, অবতার, সেইন্টস (যেমন মাদার টেরেসা), রাজা হরিশচন্দ্র, আব্রাহাম লিংকন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মহম্মদ মহসীন, হাজী দানেশ, নেলসন ম্যান্ডেলা এবং এইরূপ আরও অনেকের জীবনী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন।

২. দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দেশ থেকে অবশ্যই নির্মূল করা প্রয়োজন।

৩. কর্মসংস্হানের জন্য আরো অনেক সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ট্রেনিং, শিল্পের প্রসার, কৃষির আরো উন্নতি করা প্রয়োজন। কর্মপরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ মানুষদের বাছিয়া নিতে হইবে। তবে কর্মসংস্হানের সংগে সংগে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি, গৃহ, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির বাজারমূল্য সবচেয়ে নিচু আয়ের লোকদেরও আওতার ভিতর থাকা দরকার। সেজন্য সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। মূল্যের ইতিহাসই এই যে, মূল্য বাড়িয়াই চলিবে। সেজন্য মানুষের আয় বাড়াইতে হইবে। একথা হয়ত' অসত্য নয় যে নবাব শায়েস্তা খানের সময়ে এক টাকায় সাত মণ চাউল পাওয়া যাইত। তখন মানুষের আয়ও অবশ্য খুবই কম ছিল।

৪। আর একটি কথা দারিদ্র্য কমানো (পোভারটি রিডাক্সন)। এ সম্বন্ধে যত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সবই ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট দারিদ্র্যকে আক্রমণ করা হয় না। একমাত্র প্রফেসর ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণই দারিদ্র্যকে ডাইরেক্ট আক্রমণ করিয়াছে। গ্রাম গ্রামান্তরে যান, শুনিবেন ডঃ ইউনূসের কথা, নিম্ন আয়ের লোকদের কৃতজ্ঞতার কথা। ইনডাইরেক্ট কার্যক্রমের সঙ্গে দারিদ্র্যকে ডাইরেক্ট আক্রমণ করার আরও পথ কি খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না?

৫। কিছুটা অন্যরকম শুনাইলেও আর একটি কথা বলা দরকার। ইহা বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা বা মেরিটাইম বাউন্ডারিজ সম্বন্ধে। এখন পর্যন্ত নাকি আমাদের দেশের সমুদ্রসীমা ঠিক করা হয় নাই অথচ ইহা নাকি আগামী চার বৎসর বা তার কম সময়ের ভিতরই ঠিক করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে টেলিভিশনের একটি উপস্থাপনায় অবসরপ্রাপ্ত সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা বিস্তারিত তথ্য দিতে পারিবেন। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার আয়তন নাকি খোদ বাংলাদেশের আয়তনের চেয়েও অনেক বেশী।

৯। শেষ কথা - একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় "জনগণ আমাদের পক্ষে"। সবাই বলে "জনগণ আমাদের পক্ষে"। কথাটির অর্থ কি? যখন ইলেকশন হয় তখন যে দল বেশী আসন পায় যদি এমনও হয় যে তাদের পক্ষে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম ভোট পড়ে তবুও তাহারা বলেন যে জনগণ তাদেরই পক্ষে। ইলেকশন সিস্টেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে হালকাভাবে হয়ত' কিছুটা ঠিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটি দেশের জন্য ছোট সমস্যা, মাঝারি সমস্যা, গুরুতর সমস্যা, অন্যদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ এই রূপ অনেক বিষয়ই থাকিতে পারে। গুরুতর সমস্যা বা অন্যদেশের সঙ্গে সম্বন্ধের ব্যাপারে জনগণ মানে হওয়া উচিত শিশুরা ছাড়া শতকরা একশত ভাগ বা একশত ভাগের কাছাকাছি লোকের মোটামুটি কোনভাবে যাচাই করে সম্মিলিত মতামত এবং সরকার এবং বিরোধী পার্টিদের সম্মিলিত মতামত। ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। কোন সরকারই মুখে যাই বলুক, মনে এবং কাজে ইহা মানিতে চায় না। সেই জন্যই গণতন্ত্র যা নাকি একটি অতীব সুন্দর ব্যবস্থা তা ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা এমন একটা জাতি যাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস, কর্তব্যবোধ, বিচক্ষণতা সবই আছে। এই জাতি নয় মাসে পাকিস্তানের মত একটি শক্তিশালী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল। আমাদের অনেক ভাল আছে, অনেক মন্দও আছে, মন্দের চেয়ে ভাল অনেক বেশী। আমরা অনেক ভাল অর্জন করিয়াছি অনেক খারাপও করিয়াছি। খারাপের চেয়ে ভাল অনেক বেশী। আমরা কি আরো ভাল হইতে পারি না, আমরা কি একশত ভাগ গণতন্ত্রী হইতে পারি না? সময়ই প্রমাণ করিবে যে আমরা তাহা পারি। আমরা আশাবাদী। ❐

আবদুর রকিব খান
অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সরকার।

কাজি ইসলাম: ২৬ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার পর

সফ্‌ট্‌ওয়্যার সল্যুশনের সাথে সাথে বিশ্বমানের সফ্‌ট্‌ওয়্যার এপি-ক্যাশন ডেভলেপমেন্ট ও আউটসোর্সিং সেবাপ্রদান করবে।

অতি শীঘ্রই আমাদের নাম গ্রামীণ সফ্‌ট্‌ওয়্যার লিমিটেডের বদলে হয়ে যাবে গ্রামীণ সল্যুশনস লিমিটেড। ২০০৭ সালে ও নিকট ভবিষ্যতে আমরা এমন কিছু উদ্যোগ নিচ্ছি যেগুলো আমাদেরকে এশিয়ার মধ্যে পরিচিতি দেবে একটি শক্তিশালী ও অনুপ্রেরণা জাগানিয়া কোম্পানী হিসেবে।

প্রশ্ন: ২০২০ সালে ভারতের তুলনায় আমরা কোথায় থাকব তথ্যপ্রযুক্তিতে?

দুটি ভিন্নপথে কোম্পানীগুলো এগুবে। একদল কোম্পানী আউটসোর্সিং-এর দিকে মনোনিবেশ করে ভারতীয় কোম্পানীগুলোর পথে এগুবে। এ সকল কোম্পানীগুলো প্রচুর লাভ করলেও তারা পথপ্রদর্শক না হয়ে পথ অনুসরণকারী হয়ে থেকে যাবে এবং সবসময়ই কিছুটা পিছিয়ে থাকবে। আরেকদল কোম্পানী থাকবে, যার মধ্যে আমি গ্রামীণ সল্যুশনসকে দেখি, যারা নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রেরণা যোগাবে, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপ গড়ে তুলবে এবং পথপ্রদর্শক হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে আমার ধারণা বাংলাদেশ আউটসোর্সিং-এর ক্ষেত্রে ভারত থেকে পিছিয়ে থাকবে। তবে আমি আমাদের জন্য অনেক সুযোগ দেখি উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল বিজনেস মডেলের মাধ্যমে বাজারে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারার। ❐

কায়কোবাদ: ২৬ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার পর

এই যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের শিক্ষা এবং দক্ষতা বিশ্বমানের হতে হবে। সেই লক্ষ্যে দেশের তথ্য প্রযুক্তি সংশি-ষ্ট কাজগুলো বিদেশীদের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেদেরই করতে হবে।
এক কথায় ২০২০ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে সাফল্য অর্জন করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তিসহ সার্বিক শিক্ষাকে অসাধারণ গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দক্ষ মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে।

প্রশ্ন: ২০২০ সালে ভারতের তুলনায় আমরা কোথায় থাকবো তথ্যপ্রযুক্তিতে?

ভারতের তুলনায় আমাদের অবস্থান নির্ভর করবে আমাদের পরিকল্পনার উপর। আমরা যদি এই প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দেই, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেই তাহলে ভারতের অনুরূপ সাফল্য লাভ করা অসম্ভব নয়। তথ্যপ্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রোগামিং দক্ষতা। এসিএম, আইসিপিসির প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাসমূহে বিগত দশ বছরের সাফল্যের পাল-া আমাদের ভারী। সুতরাং যথাযথ উদ্যোগ এবং পরিকল্পনায় আগামী ১০/১৫ বছরে আমরা ভারতের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারি। অবশ্য গতানুগতিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট সকল কাজ ভারতীয়দের হাতে তুলে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার অপার সুযোগ সম্ভাবনাও আমাদের সামনে বাস্তব হয়ে দাঁড়াতে পারে। ❐

ঘরে বসে নিয়মিত 'পড়শী' পেতে হলে আজই গ্রাহক হয়ে যান
গ্রাহক ফর্ম–সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন :
www.porshi.com

দেখে এলেম তারে
প্রবাসীর দেশ সফরের অভিজ্ঞতা

আপনি সম্প্রতি দেশে থেকে ফিরলেন? আপনার এ সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে পড়শীতে লিখুন। আপনার চোখে কি ভালো লাগলো, কি লাগলো না; কি দেখলেন, শুনলেন, জানলেন - আমাদের অল্প কথায় লিখে জানান। আপনার লেখা নিয়েই আমাদের বিভাগ ঃ দেখে এলেম তারে।
লেখা ২০০-২৫০ শব্দের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখবেন।
পড়শীতে আপনার অভিজ্ঞতা পাঠাতে পারেন : ই-মেইল, ফ্যাক্স কিংবা ডাকযোগে।